দর্শনায় ইয়াবাসহ এক যুবক গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১শ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আবদুল্লা আল মামুনকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

জানাগেছে সোমবার বেলা ৩ টার দিকে অভিযান চালায় বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া ফার্ম পাড়ার মিলনের বাড়ির সামনে।দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে, দর্শনা থানার এস আই তাইফুজ্জামান, এ এস আই তুহিন হোসেন, এ এস আই হাফিজুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালায় আকন্দবাড়িয়া মিলনের বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর। এ সময় পুলিশ আব্দুল্লাহ আল মামুন (২৮)কে দেহ তল্লাসী করে ১শ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তাকে গ্রেফতার করে।

সে দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের পারকৃষ্ণপুর মসজিদপাড়ার রায়হান উদ্দিন, ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আবদুল্লা আল মামুনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় প্রোডিউসার গ্রুপ ও লাইভস্টক ফার্মারস ফিল্ড স্কুলের উপকরণ বিতরণ

প্রোডিউসার গ্রুপ ও লাইভস্টক ফার্মারস ফিল্ড স্কুলের উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১৬ জানুয়ারি) সকাল ১১ টায় উপজেলা প্রাণীসম্পদ ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের উদ্যোগে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন,’ প্রত্যেক মানুষ নিজ কর্মের মাধ্যমে নিজেকে এগিয়ে যেতে হবে। সরকারের দেওয়া সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাণীসম্পদকে আরো প্রসস্ত বিস্তার করতে হবে। পশু পালনের মাধ্যমে পরিবারের পাশাপাশি সমাজে উন্নতি করা সম্ভব। সকলে চাকুরির পিছনে না ছুটে উদ্যোক্ত হতে হবে। এতে আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণী সম্পদের মাংসের ঘাটতি পুরণে ব্যাপক ভুমিকা পালন করবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, প্রাণী সম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার আতিকুর রহমান, আরো উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বাইজিদ খন্দকার।

আলমডাঙ্গার কেশবপুরে ৩শ গ্রাম গাঁজাসহ ব্যবসায়ী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গার কেশবপুর থেকে ৩’শ গ্রাম গাঁজাসহ মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ওসমানপুর ফাঁড়িপুলিশ মাদকদ্রব্য অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

মাদক বিক্রেতা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের মৃত রবগুল মাঝির ছেলে ছইরুদ্দিন মাঝি।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের মৃত রবগুল মাঝির ছেলে ছইরুদ্দিন মাঝি। দীর্ঘদিন যাবৎ

পুলিশের চোঁখ ফাঁকি দিয়ে রমরমা গাঁজার ব্যবসা চালিয়ে আসছে। ইতো পূর্বে পুলিশের নিকট আটক হলেও জামিনে পূণরায় আবারো গাঁজা ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। সোমবার দিবাগত রাত ২ টার দিকে ওসমানপুর ফাঁড়িপুলিশের উপ-পরিদর্শক এসআই খসরু আলমের নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় নিজ বাড়ির থেকে ছইরুদ্দিন মাঝিকে আটক করে। পরবর্তীতে তার শরীর তল্লাশি করে ৩শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

এঘটনায় ছইরুদ্দিন মাঝির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলায় সোমবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত একজনের ২৯ দিন পর মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর সহশিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে মহান বিজয় দিবস পালনের সময় অবৈধ লাটা হাম্বারের ধাক্কায় স্কুলের নাইটগার্ড আশরাফুল গুরুতর আহত হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৯দিন পর ঢাকার ইসলামিয়া হাসপাতালে গতকাল শনিবার রাত ১২টার দিকে আশরাফুল মৃত্যু বরণ করেন।

উল্লেখ, উপজেলার লোকনাথপুর সহশিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে গত ১৬ই ডিসেম্বর একই স্কুলের নাইট গার্ড লোকনাথপুর গ্রামের মুংলা মির’র ছেলে আশরাফুল (৩০) এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র একই গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে সিজান (১৬) কে ইট ভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বা দিয়ে পেছন থেকে দ্রুত গতিতে ধাক্কা দেয় একই গ্রামের রেজাউলের ছেলে সাব্বির (১৮)। ঘটনাস্থলে দুজন মারাত্মক আহত হয়। আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সিজানকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে রেফার্ড করেন, এবং আশরাফুল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে বলে জানা যায়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। নাইট গার্ড আশরাফুল কে ৫/৬ দিন চিকিৎসার পরে অবস্থার অবনতি হলে

[redacted]

[redacted]

প্রতিষ্ঠানের লোকশান হলেও আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে গেছেন তিনি। ডিষ্টিলারীর ক্রয় দুর্নিতি রোধে তার অপসারণ জরুরী বলে সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীরা মনে করছেন।

তারা মন্তব্য করে বলেন, দীর্ঘদিন একই চেয়ারে থাকলে অনেকের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠার সুবাদে দৃর্নীতি বাঁশা বাঁধে।

এব্যাপারে ফিদা হাসান বাদশা তার বিরুদ্ধে ওঠা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, যা খুশি লেখেন কোন ব্যাপার না।

আলমডাঙ্গার উদয়পুর টু হারদি রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের ইটের খোয়া

আলমডাঙ্গার উদয়পুর টু হারদি প্রায় কোটি টাকার রাস্তায় ব্যবহার করা হচ্ছে নিম্নমানের ইট-খোয়া। এতে রাম্তার মান নিয়ে স্থানীয়রা অভিযোগ তুললেও মিলছে না প্রতিকার । ৫ ঠিকাদারের যোগসাজশে ২/৩ নম্বর ইট ব্যবহার করলেও উপজেলা প্রকৌশলী নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের উদয়পুর থেকে হারদি থানা মোড় পর্যন্ত ৭৭ লাখ টাকায় টেন্ডারের মাধ্যমে এলজিইডি রাস্তার বরাদ্দ হয়। রাস্তাটি টেন্ডারের মাধ্যমে ঠিকাদার হিসাবে হারদি গ্রামের সামসুল হক পায়।

এই রাস্তা নির্মাণের জন্য পার্টনার হিসাবে ৫ ঠিকাদার সমন্নয়ে কাজ করছে। এ সুযোগে রাস্তায় ব্যবহার করা হচ্ছে নিম্নমানের ইটের খোয়া।

প্রকাশ্যে রাস্তায় হলুদ বর্ণের খোয়া ব্যবহার করা হলেও প্রকৌশলীরা যেনো দেখেও দেখছে না। স্থানীয়রা অভিযোগ তুলেছে ৫ ঠিকাদারেরা উপজেলা প্রকৌশলীকে ম্যানেজ করেই এ রাস্তা নির্মাণ কাজ করছে। একাধিক বার উপজেলা নির্বাহি অফিসার ও উপজেলা

প্রকৌশলীকে জানানো হলেও তারা ব্যবস্থা নেয়নি।

এবিষয়ে স্থানীয় জাফর আলী জানান, রাস্তাটি ১ ফিট করে প্রশস্ত হবার কথা থাকলেও অনেক জায়গায় কম করেছে। সরকারি টাকা শুধু লুটেপুটে খেতেই ৫ ঠিকাদার সমন্নয়ে রাস্তাটির কাজ করছে।

তিনি আরো বলেন, রাস্তায় ব্যবহার করা হচ্ছে নিম্নমানের ইটের খোয়া। ইটের খোয়ার বিষয়ে প্রতিবাদ জানালেও তারা আমাদের উপর চড়াও হয়।

রমজান আলী বলেন, উদয়পুর রাস্তায় ব্যবহার করা হচ্ছে ২/৩ নম্বর ইটের খোয়া। যা প্রকাশ্যে ব্যবহার করলেও প্রকৌশলীরা নিশ্চুপ রয়েছে। ১ বছর পার না হতেই উপড়ে যাবে রাস্তার খোয়া।

এবিষয়ে ঠিকাদার সামসুল হকের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, সাংবাদিক কি ইঞ্জিনিয়ার। নিউজ করে কোন লাভ নাই।

তিনি আরো বলেন, রাস্তায় জেলা ও উপজেলা থেকে ইঞ্জিনিয়াররা এসে দেখা শোনা করছে। নিম্নমানের ইট ব্যবহার করলেও কিছু করতে পারবে না।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডি আরিফউদ্দৌলা জানান, রাস্তায় কোন নিম্নমানের ইটের খোয়া ব্যবহার করা হচ্ছে না। যদি নিম্নমানের ইটের খোয়া ব্যবহার করে তাহলে ল্যাব টেস্টের কথা জানান প্রকৌশলী।

দামুড়হুদায় ভৈরব নদীর পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো (ওয়্যার) নির্মান কাজের উদ্বোধন

দামুড়হুদা উপজেলার পাটাচোরা-সুবলপুর গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ভৈরব নদীর উপর পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো (ওয়্যার) নির্মান কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলি আজগার টগর প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত থেকে ২৮কোটি ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ব্যায়ে এই নির্মান কাজের উদ্বোধন করেন।

প্রধান অতিথি বলেন, প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার উন্নয়নরে সরকার, দেশে কোন কাচা রাস্তা নেই। গ্রাম থেকে সহর পর্যন্ত পিচ রাস্তা যাতায়াতে যেখানে এক ঘন্টা সময় লাগতো এখন ১০ মিনিটে সেই রাস্তা পাড়ি দেওয়া যায়। এই সরকারের আমলে বিশ্বের বড় বড় ধনী দেশের মত আমাদের দেশেও মেট্রোরেল চালু হয়েছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদায় ৮৫ কিঃ মিঃ ভৈরব নদি পূর্ণঃ খনন করা হয়েছে। এবার এই নদের উপর ওয়্যার নির্মান কাজের উদ্বোধন করা হলো। এটা আপনাদের সম্পদ রক্ষা করা দায়িত্ব আপনাদের।

চুয়াডাঙ্গা পানিউন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রেকৌশলী আরিফ আহাম্মেদের সভাপতিত্বে, উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহাফুজুর রহমান মঞ্জু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক হাজী সহিদুল ইসলাম ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যপক মন্সী আবু সাইফের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, নাটাদা ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফি,কার্পাসডাঙ্গা ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ।

দর্শনায় কেরুজ চিনিকলের মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের

প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ

দর্শনায় কেরুজ চিনিকলের মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের কোটা ভিত্তিক চাকুরী না দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা কেরুজ চিনিকল মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রতিষ্টানিক সন্তান কমান্ডের কার্যালয়ে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুদ্ধকালীন কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে উপস্থিত থেকে আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ২০১৯-২০ মৌসুমে আমরা আন্দোলন করলে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মুন্ত্রী আ.খ.ম মোজাম্মেল হক, শিল্পমুন্ত্রী নুরুল মজিদ চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আগগার টগর (এমপি) মহাদয়ের নির্দেশ দেন এসমস্ত মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের দর্শনা কেরুজ চিনিকলে সেটাপের অনুকুলে নিয়োগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট তা না করে ৩২০ টকা মুজুরীতে মিল চলাকালীন সময়ে মৌসুমী চুক্তিভিত্তিক পদে তাদেরকে যোগদান করায়। এ যোগদানকৃতদের মধ্যে ২০২২-২৩ মাড়াই মৌসুমে ৯ জনকে চাকুরী থেকে বাদ দিয়ে দেয় এবং বাকী যারা কর্মরত রয়েছে তাদের কোন কাগজপত্র না দেওয়া বেতন পাওয়া নিয়ে অনিশ্চিতায় পড়েছে। তারই প্রতিবাদে মুক্তিযোদ্ধা প্রতিষ্ঠানিক সন্তান কমান্ড কার্যালয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানেরা।

এ সময় বক্তব্যে রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তানজিন আহম্মেদ, জয়নাল আবেদিন, আব্দুল খালেক, আব্দুল হান্নান, আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সাবেক সভাপতি রুস্তম আলী, আব্বাস উদ্দিন, রেজাউল করিম সবুর, হাজি এরশাদ আলী মাস্টার, আনরুল ইসলাম, মতিয়ার রহমান, মহাসিন আলী, নাসির উদ্দীন, আলাউদ্দীন।

উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের মধ্যে মঞ্জুরুল হক, নাজিম উদ্দীন, মোহাম্মদ আলী, রবিউর ইসলাম। তারা আরও বলেন এ দাবি আদায় না হলে বৃহত্তরভাবে আন্দোলন গড়ে তুলা হবে।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান লিটন।

আলমডাঙ্গায় ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, অভিমানে আত্ম*হত্যা

আলমডাঙ্গা উপজেলার জোড়গাছায় লিজা খাতুন (১৩) নামে এক স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১২ টার দিকে ঘোলদাড়ি পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ উদ্দার করে।

ঘোলদাড়ি পুলিশ ক্যাম্পের সহকারি উপ-পরিদর্শক (এএসআই) নাজির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

লিজা খাতুন আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদহ ইউনিয়নের জোড়গাছা গ্রামের উত্তরপাড়ার লিটন আলীর মেয়ে। সে ঘোলদাড়ি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল।

পুলিশ জানায়, মোবাইলে গেমস খেলা নিয়ে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে লিজার দ্বন্দ্ব হয়। এতে দুই ভাই-বোনের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। এরই জের ধরে গতকাল রাত ১১ টার দিকে সকলের অগচরে শয়ন কক্ষের সিলিং ফ্যানে ওড়না বেধে গলায় ফাঁস দেয় লিজা খাতুন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল পৌছে মরদেহ উদ্ধার করে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য শাহ জামাল বলেন, মাস দুয়েক আগে লিজা খাতুনের মাকে ডিভোর্স দেন তার বাবা। এরপর থেকেই দুই ভাই বোন দাদির কাছে থাকে। ধারণা করা হচ্ছে এই কারণেই মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে। তবে প্রকৃত ঘটনা পুলিশের তদন্তের পর জানা যাবে।

ঘোলদাড়ি পুলিশ ক্যাম্পের সহকারি উপ-পরিদর্শক (এএসআই) নাজির উদ্দিন বলেন, ছোটভাইয়ের সঙ্গে মোবাইলে গেম খেলা নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল লিজার। অভিমানেই সে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে জেনেছি।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, লিজা নামে এক স্কুলছাত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে জেনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল পাঠানো হয়েছে।

দর্শনায় বিট পুলিশিং ও মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে উঠান বৈঠক

দর্শনা পৌর এলাকায় মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী নিযার্তন, ইভটিজিং ও আত্মহত্যা প্রবনতা প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে জনসতেনতা মুলোক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকাল ৪টায় দর্শনা থানার ৩নং বিট পুলিশিং আয়োজনে ৯নং ওয়ার্ডের দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় মসজিদের চৌমোনিতে বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি। প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে গ্রামবাসীর সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড কমিশনার আশুর উদ্দিন আশুর সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্হিত থেকে আলোচনা করেন দর্শনা থানার ওসি তদন্ত এস এম আমানউল্লা আমান,তার বক্তব্যে বলেন, তিনি এলাকার জন সাধারণের সেবা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, মাদক, সন্ত্রাস,জঙ্গিবাদ, নারী নিযার্তন, ইভটিজিং ও আত্মহত্যা প্রবনতা প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ করতে আমিসহ আমার পুলিশ বাহিনী কাজ করে যাচ্ছে। সেই সাথে গ্রামবাসী যদি আমাদের সহযোগিতা করেন, তাহলে দ্রুত সমাজ থেকে মাদক ও সন্ত্রাসসহ সকল অপকর্ম দুর হবে।

এছাড়া উপস্থিত সকলকে তাদের ছেলে-মেয়েদের নৈতিক শিক্ষা দিয়ে মানুষের মত মানুষ গড়ে তুলার পরামর্শ দেন এবং তিনি আরো বলেন, মেয়ে সংসারের বোঝা নয় তাদের লেখাপড়া করিয়ে সম্পদ করে গড়ে তুলতে হবে।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ৩নং বিট পুলিশিং দায়িক্তভার এস আই টিপু সুলতান,এ এস আই শরিফুল ইসলাম,এ এস আই ইকবাল হাসান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন,ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের সমাজ সেবক আজিজুল হক প্রমুখ।আরও উপস্থিত ছিলেন গ্রামের গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।